জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন,
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১১ই মাঘ বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 25th Jan. 1950 | ৩৪শ সংখ্যা

সাবানের সেরা

রায়সন সাবান

ব্যবসাদারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—
রায়সন কেমিক্যাল কোং
খাগড়া
(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

বরফ

বাজারে বাহির হচ্ছে

স্থানীয় এজেন্সীর
ও
অন্যান্য সর্ত্তাবলীর জন্য
খোঁজ লউন।

বিনীত—
বহরমপুর আইস্ কোং
খাগড়া
(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

৪২এর অধ্যায়—

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান" এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপর দিকে তেমনি তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়:—

নূতন বীমা	১৩,১৮,৫৭,২৫৮৲
মোট চল্‌তি বীমা	৬৩,৪২,২৬,৯৫৯৲
প্রিমিয়ামের আয়	২,৯৫,৮০,৪৫৪৲
বীমা তহবীল	১২,০৭,২০,৪৬১৲
মোট সম্পত্তি	১৩,৪১,৫১,০০৭৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ (১৯৪৮)	৬৭,৭১,৪৪৬৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার সন ১৩৫৬ সাল।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের
প্রাণ প্রতিষ্ঠা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল ইংরাজের কবলীকৃত ভারতকে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় কত শত ভারতসন্তানের নির্য্যাতন ভোগ, কারাবরণ, ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদানের ফলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ ভারতকে ত্রিখণ্ডিত করিয়া পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ এবং বাঙলার পূর্ব্বাংশকে পাকীস্থান নাম দিয়া মোসলেম লীগ দলভুক্ত মুসলমান-সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে এবং অবশিষ্ট সমস্ত দেশকে কংগ্রেসদল-ভুক্ত সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী জনগণের শাসনাধীনে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই দিন হইতে ভারতবাসী স্বাধীন হইয়াছে।

শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।
দীর্ঘ পথ অতিক্রম, ছিন্ন বাস একত্র করিয়া কন্থা প্রস্তুত এবং পর্ব্বত ডিঙিয়ে যাওয়া দ্রুত হওয়া অসম্ভব এই সমস্ত কার্য্য শনৈঃ শনৈঃ অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে করিতে হয়।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবাসিগণ স্বাধীনতার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার দ্বিতীয় ভাগ সুরু করিল। এই দিন বহুকালের রাজতন্ত্রের সমাধির উপর ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিয়া শাসিত হইতেছিল গবর্ণর জেনারাল দ্বারা। শেষ গবর্ণর জেনারাল—রাজা গোপালাচারিয়া। ২৬শে জানুয়ারী হইতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইলেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি।

নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে রাজোচিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রে পুরুষানুক্রমে কেহ রাজা থাকিতে পাইবেন না। রাষ্ট্রপতির পদে ভারতের কোটী কোটী জনসাধারণের অধিকাংশ নরনারীর দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যক্তি আসীন হইবেন। শাসন পরিচালনা দোষ রহিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার হস্তে শাসন পরিচালনার ভার দিবার অধিকার ভারতবাসীর।

"ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়"

বাঙলা দেশেও এই হিন্দী আওয়াজ শোনা যাইতেছে এক শ্রেণীর রাজনীতির জনগণের মুখ হইতে। সাচ্চা আজাদী যখন লোকে পাইবে, তখন ঝুটা ফেলিয়া তাহাই সাগ্রহে গ্রহণ করিবে। যাহাদের সাচ্চার স্বাদ জানা নাই তাহারা ঝুটা মেকী পাইয়াই আনন্দ লাভ করিবে।

আমরা এতদিন বিদেশীর গুঁতো খাইয়া আদবসে কায়দাসে সেলাম বাজাইয়া আসিতে অভ্যস্ত। এই শাসনতন্ত্র অধিকাংশ লোকের মতে যাঁহারা নেতৃ-স্থানীয় তাঁহাদের রচিত। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এই শাসনতন্ত্র মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

আমরা ভারতের নব নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাইয়া নিবেদন করিতেছি—তাঁহাদের বহুদিনের পরিকল্পিত রামরাজ্য স্থাপনের সুযোগ তাঁহার হস্তেই অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার যে নামকরণ করিয়াছিলেন **রাজেন্দ্র** তাহা সার্থক হইতে চলিয়াছে। রঘুবংশে রাজার-গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ভরণাদপি
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

অর্থ—শিক্ষাদান ও ভরণপোষণ হেতু তিনিই প্রজাবৃন্দের পিতা ছিলেন। তাহাদিগের পিতারা কেবল জন্মদাতা মাত্র।

প্রজারঞ্জন জন্য রামচন্দ্র নিরপরাধিনী জানকীকেও বনে দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

স্বাধীন ভারতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা-দিবস স্মরণীয়, বরণীয় ও আদরণীয়। আমরা যাবতীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিবার সঙ্কল্প করিয়া বলিতেছি—অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

বাঙলায় অষ্টমাশ্চর্য্য

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের (Seven wonders of the world) এর কথা অনেকেই জানেন। আমরা শুনিয়া হাসিব না কাঁদিব?—বাঙলার সব জেলায়, মহকুমায় কাগজ আছে কিন্তু আমাদের "জঙ্গিপুর সংবাদ" এর মত কাগজ নাকি দেখা যায় না। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। "জঙ্গিপুর সংবাদের" জন্ম নিলামের ঢোল বাজাইবার জন্য। এ কাগজ জজ সাহেবের হুকুমে নিলামের খবর তো ছাপাইয়া থাকেই, তার উপর প্রত্যেক দেনাদারের নামে "সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং" লইয়া কাগজ পাঠাইয়া থাকে। কিছুদিন আগে বার বৎসর পূর্ব্বে নিলাম হওয়া সম্পত্তির জন্য নিলাম রদের মামলা দাখিল হয়। সরকারী নথীপত্র সব পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। কাজেই বিচারকের আদেশে এই নিলামের ঢোল "জঙ্গিপুর সংবাদ" বার বৎসর পূর্ব্বেকার কাগজ ও দেনাদারের নামে কাগজ পাঠানোর সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া ন্যায় বিচারের সহায়তা করিল। ইহা বোধ হয় সব চৌকিতে হয় কিনা সন্দেহ। নিলামের বাজনা বাজাইয়া এই ঢোল অবসর মত কালীপূজায় বলিদান, আরতি, বিসর্জ্জনের বাজনা, বিয়ের, উপনয়নের, শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গের সময় মহরমের লাঠি খেলা প্রভৃতির বাজনাও বাজায়।

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে জেলার আই. সি. এস. ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক প্রকাশ্য সভায় তদানীন্তন S.D.O. স্বর্গীয় কালিদাস বাগচী মহাশয়কে 'পাগল' বলায় এই নিলামের ঢোল যে বাজনা বাজায় তাহার বোল শুনুন "যে ভদ্র সন্তান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কিশোরগঞ্জ, জামালপুর প্রভৃতি বিশাল মহকুমার শাসনকার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি পাগল বলেন, তিনি হয় গুলিখোর, না হয় এই ভদ্রসন্তানকে পাগল প্রতিপন্ন করার জন্য একজন ষড়যন্ত্রকারী" এই বাজনার বকশিস স্বরূপ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' যে ছাপাখানায় ছাপা হয়, তাহা সে সময় নির্ব্বাচনের ভোটার তালিকা মুদ্রণে বঞ্চিত হইয়াছিল। ফৌজদারী আদালতের ফটকের দক্ষিণে দুপিঠে সিঁড়িযুক্ত স্তম্ভের মাহাত্ম্য বাজাইয়া নিলাম বাজা বন্ধ হয়। তবু ঢোলের আওয়াজ কমেনি।

অদ্বিতীয় নবম আশ্চর্য্য

গণেশের মুণ্ড-ওড়া ঠাকুরের ষড়যন্ত্রে তাঁর বাপ-ঠাকুরের বুলি-কপচা এক ঝাঁক নরনারী, ঘরকন্না পাতা হয়নি যাঁদের, এমন সদ্য-আগত গৃহস্থের স্কন্ধে স্ফূর্ত্তির খরচা চাপাবার প্রস্তাব করিতে লজ্জা করেনা।

পিদিমের তলায় আঁধার

ধর্ম্মাবতার করছ বিচার
প্রমাণ নিয়ে আইন মত।
রাজদ্বারে দিন দুপুরে
বে-আইনী হচ্ছে কত।
নিমকভোগী নিমকহারাম
নিজের ঘরে অনেকগুলো,
দু'হাতে যে পুরছে পকেট
দিয়ে তোমার চক্ষে ধুলো।
পাইনে খেতে বল্‌তো তারা
মাগ্‌গী ভাতা গেল বেড়ে।
তবু দেখছি এই ভায়ারা
দেয়নি সাবেক স্বভাব ছেড়ে।
আজিও তো দেয়নি ছেড়ে
লোভনীয় পাওনা বাজে।
জাঁতি কলে ফেলে তারা
চুষছে কেবল মামলাবাজে।
ভাবছো বুঝি স্বাধীন দেশে
এরা সবে ঘুষ ছেড়েছে।
বাজার দরের অনুপাতে
উপরিটারও রেট বেড়েছে।
বিচারপ্রার্থী কাঙ্গাল প্রজা
জরাজীর্ণ বস্ত্রখানি,
তারে যদি করে দয়া
নেহাৎ পক্ষে এক দুয়ানি।

দোষও করে চোকও রাঙায়
কোনরূপে হয় না কাবু,
ঘুষের দালাল মউরী কোথাও
ক্ষেত্র বুঝে উকিল বাবু।
হাকিম হুকিম জজ বাহাদুর
সবাই জানে ঘুষের কথা।
কেউ ঘুচাতে পারলে না কই
রাজদ্বারে এই কুপ্রথা।
চোর ডাকাতে দিচ্ছ ফাটক
পাঠাচ্ছ তাই দ্বীপান্তরে।
চোর যে বসে থাকছে বেদাগ
তোমার দু'এক ফুট অন্তরে।
হেড কেরাণী হ'তে পিয়ন
এদের কচিৎ একটি বাদে,
রাজদ্বারে চৌর্য্য পেশা
চালাচ্ছে যে নির্ব্বিবাদে।
তোমার অফিস চোরে ভরা
এ কলঙ্ক সব তোমারি,
ইচ্ছা কভু হয় কি প্রভু
ঘুচাতে এ কেলেঙ্কারী?
যদি বল আমলাগণে
ঘুষ নিচ্ছে এর প্রমাণ কোথা?
এর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে
কার দেহেতে তিনটে মাথা!

এ সব ব্যাপার বিচারপতি
বাকি তোমার নাই জানিতে,
ঘুষখোরে ঘুষখোর বলিলে
ফেলাও তাকে মানহানিতে।
তোমাদেরও বিষয় আছে
কাগজ খুলে দেখো তাতে,
মোকদ্দমার বাজে খরচ
আছে কত মামলা-খাতে।
গোপনেতে বোমা তৈয়ের
"কাউণ্টারফিট কয়েন" করা,
সে সবগুলোর হচ্ছে সাজা
ঘরের চুরি যায় না ধরা।
আমলা ভায়া কর ক্ষমা
এ অপ্রিয় বলার পাপে
মোদের কথায় কি আসে যায়
চালাও পেশা চুটকি সাফে।
বিচার কর্ত্তা নিজেই যদি
ফুর্ত্তি আমোদ করার তরে—
ব্যবসাদারের গদী গিয়ে
মোটা চাঁদা আদায় করে,
মোটা টাকা কেবা দিবে
মুনফাখোর ভকত বিনা?
ইহার মামলা কোর্টে এলে,
চক্ষু লজ্জা আসবে কিনা?

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, মঙ্গলবার বৈকাল ৪॥০ ঘটিকার সময় মহকুমা-শাসক মহোদয়ের খাস কামরায় জঙ্গীপুর প্রবেশিকা পরীক্ষা-কেন্দ্র সমিতির পুনর্গঠনের জন্য একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। এই মহকুমার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণ যথা সময় উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া নির্ব্বাচন কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে বাধিত হইব।

তারিখ
জঙ্গীপুর
২১, ১, ৫০

বিনীত—
সম্পাদক
জঙ্গীপুর প্রবেশিকা পরীক্ষা-কেন্দ্র
সমিতি।

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চুণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর (ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মণ্ডলপুর
গঙ্গাধর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

আমি রামপুরহাট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া স্বগ্রামে এই ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছি। এখানে নানাবিধ অরিষ্ট, আসব, তৈল, ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখি। বিদেশী রোগিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। গরীব রোগিদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে যত্নসহকারে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রোগী আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রেজিষ্টার্ড কবিরাজ শ্রীস্বয়ম্ভুপদ বিদ্যারত্ন
আয়ুর্ব্বেদরত্ন ও বিশারদ
কবিরাজ ৺অবনীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পুত্র
মণ্ডলপুর, পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত